লিস্টেরিয়া লজ (Listeria Lodge)

নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

১

পাহাড়ী রাস্তায় প্রায় সাত ঘন্টা গাড়ীতে journey করে আকাশরা বিকেল পাঁচটার সময় এই ছোট্ট, সুন্দর hill station-এ এসে পৌঁছেছে। এটি উত্তরাখণ্ডের একটি অতি মনোরম hill station- শহরের থেকে এটি একটি নির্জন জনপদ বা hamlet বলাই ভালো। অক্টোবরের শেষ , তাই ঠান্ডাটা বেশ ভালোই, তার উপর ঝিরঝির বৃষ্টি আর দমকা হাওয়া। আকাশ গাড়ী থেকে নেমে sweater-এর উপর একটা jacket চাপিয়ে নিল।

আকাশ মানে, আকাশ বসু, একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির manager - সদ্য promotion পেয়েছে। পুজোর ছুটিতে ওরা উত্তরাখণ্ড বেড়াতে এসেছে । সঙ্গে আছে স্ত্রী কাকলি, বাবা অজয়বাবু, মা সুচিত্রাদেবী আর আকাশের সাত বছরের ছোট্ট ছেলে লিও, যার পোষাকি নাম আলেক্ষ্য।

প্রায় সাত দিন ওরা, যাকে বলে,– on the road- এটাই ওদের last stop - এখানে দুইরাত কাটিয়ে ওরা ফিরে যাবে দেহরাদুন, – যেখান থেকে বিমানযোগে back to কলকাতা।

কাকলি একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আর আকাশের বাবা অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী। আকাশের মা housewife।

কাকলি আর লিওর স্কুল খুলবে সেই নভেম্বরের মাঝামাঝি, কালীপুজোর পরে। তাই একমাত্র আকাশের ছুটি মজুর হওয়াটাই জরুরি ছিল; অনেক কষ্টে সেটা যখন সে পেয়েছে সেই ছুটির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আকাশদের booking আছে government guest house-এ। তাই driver সাহেবকে ওরা বলল গাড়ীটা একদম guest house-এর complex এর মধ্যেই park করতে।

"তোমরা গাড়ীতে অপেক্ষা কর। আমি reception-এ গিয়ে কথা বলে আসি," বললো আকাশ।

কাকলিরা গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো– একটু stretch করলো। অনেক্ষণ গাড়ীতে বসে বসে কোমর পা ধরে গেছে। তার উপর এই ঠান্ডা আবহাওয়া। কিন্তু প্রায় দশ মিনিট হয়ে গেল – আকাশ ফিরছে না কেন? আর ভালো লাগছে না ওদের – ভীষণ ক্লান্ত ওরা। কতক্ষণে ঘরে গিয়ে একটু rest নেবে, একটু গরম চা খাবে।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে আকাশ ফিরলো । মনে হলো বেশ agitated। "কি

হল এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছো কেন? কতক্ষন লাগে formalities complete করতে?" ঝাঁঝালো সুরে বললো কাকলি। "আর formalities," বললো আকাশ। "Booking cancelled। কি কোন মন্ত্রী আসবে তাই সব booking cancelled হয়ে গেছে। এই সন্ধ্যাবেলা, এই ঠান্ডার মধ্যে, এই ছোট্ট জায়গায় কোথায় রাতে মাথা গোঁজার ডেরা খুঁজে বেড়াবো?"

অজয়বাবু বললেন, "এ তো ভারী মুশকিলে পড়া গেল।"

কাকলি বললো, "তোমায় পই পই করে বলেছিলাম government guest house book না করতে। তুমি বললে দারুণ location, ফাটাফাটি view। নাও এবার তোমার view - ঠেলা সামলাও এখন। সারারাত রাস্তায় ঘুরে বেড়াও।"

আকাশ বিরক্ত হয়ে বলল, "অত অধৈর্য্য হলে চলে? Problem যখন হয়েছে, সেটা ঠান্ডা মাথায় solve করতে হবে। দেখি কী করা যায়।"

ওরা সবাই গাড়ীতে উঠে পড়ল, আকাশ driver সাহেবকে বললো, "চলিয়ে অব ঠ্যাহেরনেকা দুসরা জাগহা ঢুন্ডনা পড়েগা।"

Government guest house এর complex থেকে বেরোনোর পর কাকলি বলল, "খুব খিদে পেয়েছে আর ঠান্ডায় জমে যাচ্ছি – একটু গরম চা খাব আর সঙ্গে যদি কিছু snacks পাওয়া যায়।" সুচিত্রাদেবীও বৌমাকে সমর্থন করলেন।

কাছেই পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট রাস্তার ধারের দোকানের পাশে ওরা দাঁড়ালো। গরম গরম চা আর চিকেন মোমো খেয়ে যেন একটু চাঙ্গা হলো।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে আকাশরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করছে এখন কী করা যায়। দু রাত কোথায় থাকা যায়। এমন সময় হঠাৎ যেন কুয়াশা ভেদ করে এক অত্যন্ত সুপুরুষ যুবক ওদের সামনে আবির্ভূত হলো। বয়েস আনুমানিক পয়ত্রিশ হবে, প্রায় ছফুট লম্বা; athletic গড়ন, গায়ের রং টকটকে ফরসা, কালো well trimmed চাপ দাড়ি। ঘন কালো backbrush করা চুল, পরিপাটিভাবে set করা। বাঁ কানে জ্বল জ্বল করছে হীরের ear stud। পরনে brown leather jacket, আর blue jeans। গায়ে Tomford এর black orchid perfume এর সুবাস। যুবকটি পরিষ্কার বাংলায় ওদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কি কোনও সমস্যায় পড়েছেন? আমি কি আপনাদের কোনোও সাহায্যে আসতে পারি?"

সুচিত্রাদেবী বললেন, "আপনি বাঙালী?"

যুবকটি উত্তর দিলো, "না, আমি originally হিমাচলের লোক, তবে আমার পড়াশুনা সব কলকাতায়। আর ব্যবসা সূত্রে কলকাতার সঙ্গে আমার close contacts আছে।"

"ও, তাই তুমি এত ভালো বাংলা বল। তোমাকে তুমিই বললাম, তুমি তো মনে হয় আমার ছেলেরই বয়সী। তা দেখ না বাবা আমাদের booking ছিল government guest house-এ। ওরা last moment-এ booking cancel করেছে। আমরা খুব বিপদে পড়ে গেছি এই বিদেশ বিভূঁইয়ে।" বললেন সুচিত্রাদেবী।

কাকলি এই কথোপকথনে খুব বিরক্ত হচ্ছিল। চেনা নেই, জানা নেই, বাঙালী দেখলেই মা'র খেজুর করতে হবে! লোকটা যদি fraud হয়!

আকাশ বললো, "দেখই না, উনি যদি কোনও accommodation এর হদিস দিতে পারেন – apparently we have nothing to lose।"

আকাশের মনোভাব যেন ছেলেটি আন্দাজ করেই ওর উদ্দেশ্যে বলল, "আমার নাম অভিষেক ঠাকুর। আমার এখানে (আর অন্য জায়গাতেও) ব্যবসা আছে। আমার চেনা একটা lodge আছে– sort of homestay- যেখানে আপনারা reasonable price-এ accommodation পেয়ে যাবেন। দেখবেন আপনাদের ভালো লাগবে–you will like it ; একটা colonial type bungalow, compound-এর দেয়ালের পর থেকেই সবুজ উপত্যকা নেমে গেছে, ঘর থেকে হিমালয়ের দৃশ্য অসম্ভব সুন্দর। এখান থেকে গাড়ীতে মাত্র পনের মিনিট। আমি driver-কে direction দিয়ে দিচ্ছি। ঐখানে caretaker বলরামকে শুধু আমার নামটা বলবেন, আর কিছু চিন্তা করতে হবে না। নামটা আমার মনে রাখবেন কিন্তু – অভিষেক ঠাকুর"।

এই বলে যুবকটি driver কে direction বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কাকলি ফিসফিস করে আকাশকে বলল, "অভিষেকবাবুর একটা visiting card চেয়ে রাখ।"

আকাশ যেই পেছনে ঘুরে অভিষেক ঠাকুরের কাছ থেকে visiting card চাইতে যাবে– দেখলো কেউ নেই– মুহূর্তের মধ্যে পাহাড়ের পিছনে যেন অভিষেক গায়েব হয়ে গেল। তাজ্জব ব্যাপার। ওরা সবাই হতবাক।

Driver বলল, "ফিকর মত কিজিয়ে, হাম লে যায়গা।" ওরাও decide করল অভিষেক ঠাকুরের suggestion,- Listeria lodge-এই try করবে– যা থাকে কপালে।

২

আকাশরা Listeria Lodge-এ যখন পৌঁছালো তখন ঘন অন্ধকার হয়ে গেছে, তখনো ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সঙ্গে হাওয়ার কনকনানিটা যেন আরও তীব্র হয়েছে।

জায়গাটা মনে হল যেন এই জনপদের শেষ বাড়ী– তারপরই পাহাড়ের ঢাল নেমে গেছে – চতুর্দিক অন্ধকার।

কিন্তু অভিষেকের কথাই ঠিক হল। Listeria lodge ওদের নিরাশ করল না। Caretaker বলরাম আর তার সাকরেদ রশিদ খুব খাতির করল।

এই lodgeএ দুটো তলা মিলে মোট ছটি ঘর আছে। তার মধ্যে মাত্র একটিতেই boarder আছে। তাই আকাশরা পছন্দ মতো দোতলায় পাশাপাশি দুটো room select করে নিতে পারল। আর সব থেকে ভালো কথা এই যে homestay হলেও ঘরগুলো ভালোই furnished আর bathroom ও attached ; নাহলে এই শীতের মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে common toilet use করা চাপের।

Room rent খুবই reasonable- government guest houseএর থেকে

অনেকটাই কম, তাই negotiate করার কোনও প্রয়োজন হল না। এমনকি বলরাম কোনও advance-এর জন্যও insist করল না, বলল checkout-এর সময় payment করলেই হবে।

রশিদ ছেলেটাও খুব ভদ্র আর সপ্রতিভ – roomএ luggage নিয়ে যেতে সাহায্য করল।

আকাশ রশিদকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো যে এই lodgeএর বর্তমান মালিক দিল্লিতে থাকেন, মাঝে মাঝে আসেন। Tourist-দের সব দেখভাল ও আর বলরামই করে। ওরা outhouse-এ servant's quarters-এ থাকে। আলাদা cook নেই । ওরাই অতিথিদের পছন্দ মতো খানা পাকিয়ে দেয়। দুজন ঝাড়ুদার আছে– তারা কাছের গ্রাম থেকে আসে কিন্তু থাকে না। আর আছে মালি, মাঝে মাঝে এসে বাগানের রক্ষনাবেক্ষণ করে।

কথায় কথায় আকাশ রশিদকে বলল, "আপ অভিষেক ঠাকুরজীকো পহচানতে হো? উনহনেহি ইস lodge–কা পতা দিয়া।"

রশিদ কথাটা শুনে যেন একটু চমকে উঠল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "ম্যায়নে সির্ফ ছে মাহিনে ইঁহা পে কাম কর রহা হুঁ। আচ্ছা সাহাব, dinner মে ক্যা খাওগে?" আকাশ বুঝলো রশিদ যেন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চাইল।

দোতলায় আকাশদের ঘর দুটো খুব সুন্দর, ছিমছাম সাজানো। প্রয়োজনীয় সব জিনিসই আছে। ঠিক হল একটা ঘরে থাকবে আকাশের মা বাবা, আর অন্য ঘরে বৌ ছেলে নিয়ে আকাশ– যেমনটা এই tour-এ সব জায়গাতেই হয়েছে। আকাশরা সবাই স্বাভাবিক ভাবেই খুব ক্লান্ত– যা শারীরিক আর মানসিক ধকল গেছে আজ। তাই dinning hall-এ গিয়ে তাড়াতাড়ি dinner সেরে নিল। গরম গরম ফুলকো রুটি , fried dal , chicken curry, আর salad যেন মনে হল অমৃত।

হঠাৎ, without prior reservation, এসে এই ছোট জায়গায়, এত ভালো আতিথেয়তা সারা দিনের ক্লান্তি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলিয়ে দিল। এবার আরাম করে গরম blanket-এর তলায় সুখনিদ্রার পালা।

৩

প্রায় রাত দশটা বাজে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন মধ্যরাত।চারিদিক নিস্তব্ধ– ঝিঁঝির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

আকাশ washroom থেকে fresh হয়ে blanket-এর তলায় WhatsApp check করছে– হ্যাঁ আশ্চর্য, এই প্রত্যন্ত এলাকাতেও mobile network ভালই কাজ করছে। Telecommunication-এ ভারত সত্যিই দারুণ তরক্কি করেছে। লিও ঘুমে কাদা। কাকলি গেছে washroom-এ; ও এলেই, আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়বে। পাশের ঘরে মা বাবাও হয়তো শুয়ে পড়েছে।

Washroom থেকে ঘরে এসেই কাকলি যেন খড়গহস্ত হয়ে আকাশকে বলল,

"তোমাকে বলেছিলাম না black orchid perfume টা নিয়ে না আসতে। এত costly, যদি ভেঙে যায়?" আকাশ হতবাক।

এখানে এই perfume সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। অনেক সখের মধ্যে দামী perfume collection-এর সখ আকাশের আছে, আর ব্যবহার করতেও ভালোবাসে।

এবার পুজোর সময় তাই আকাশের শাশুড়ীমা ওকে Tomford-এর black orchid perfume-টা উপহার দিয়েছিলেন। কাকলিই ওর জন্য ওটা online purchase করেছিল। অনেক দাম জিনিসটার। তাই কাকলি চায়নি আকাশ ওটা travelling-এর সময় নিয়ে আসুক– পাছে ভেঙ্গে যায়, পাছে উড়ে যায়। আর বউয়ের কথা শুনে আকাশ সেটা ইচ্ছে থাকা সত্বেও আনেনি –– সযত্নে বাড়ীতেই রেখে এসেছে।

তাই কাকলির কথার কোনো মানে আকাশ বুঝতে পারল না।

"কী বলছ, perfume তো আনিনি।"

"Bathroom-এ যাও, গন্ধ পাবে– Black orchid-এর গন্ধ আমি চিনি না?"

"হতেই পারে না।" বলল আকাশ।

"এসে দেখে যাও" কাকলি বলল।

এই শীতের মধ্যে blanket-এর তলা থেকে বেরোতে ইচ্ছা করছিল না আকাশের। তাও, খাট থেকে নেমে washroom-এ গেল সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য। তাজ্জব ব্যাপার– কাকলি ভুল বলেনি– black orchid-এরই গন্ধ বটে, যদিও খুবই মৃদু।

"ও বুঝেছি", বলল আকাশ, "তুমি ভুলে গেলে? ঐ যে ভদ্রলোক, অভিষেক ঠাকুর না কে, যিনি আমাদের এই lodge-টার হদিস দিলেন, তার গা থেকেও তো ভুরভুর করে black orchid-এর গন্ধ বেরচ্ছিলো। হয়তো আমরা আসার আগে উনি এখানেই ছিলেন, বা অন্য কোনও boarder-ও use করে থাকতে পারে। Black orchid তো আমার একার সম্পত্তি নয়। তোমার তো ঐ 'যত দোষ আকাশ বোস'।

"হবে হয়তো" বলল কাকলি, কিন্তু ভাবল, "perfume-এর গন্ধ এতক্ষণ থাকে?" যাক অনেক রাত হয়েছে, আর এই নিয়ে তর্ক করার কোনো মানে হয় না।

রোজকার অভ্যাস মতো এক ঢোক জল খেয়ে, পাঁচ মিনিট prayer করে, ঘরের বাতি নিবিয়ে, কাকলি শুতে এলো আকাশের পাশে তার নরম গরম বিছানায়। লিও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। মা বাবাও হয়তো পাশের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বিছানায় শুয়ে কাকলি আকাশকে বলল, "যাই বল ঐ অভিষেক ঠাকুর যেরকম handsome ঠিক সেই রকমই helpful- ওঁর জন্যই তো এতো ভাল একটা থাকার জায়গা পেলাম। যাওয়ার আগে চেষ্টা কোরো ওনার সঙ্গে একবার দেখা করতে, নিদেন পক্ষে caretaker-এর কাছ থেকে ওনার phone number টা জোগাড় করে, phone করে একটা thanks দিও।

"তথাস্তু madam", বলল আকাশ, আর ওরা নরম, গরম আরামদায়ক blanket- এর তলায় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে গেল।

৪

কিন্তু আকাশদের এই শান্তি ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। ঘন্টা খানেক পরে ওরা শুনতে পেল washroom-এর কল থেকে যেন জল পড়ছে।

"বাথরুমের কল থেকে জল পড়ছে- গিয়ে বন্ধ করে দাও না।" বলল কাকলি।

আকাশ অত্যন্ত বিরক্ত হল, বলল, "তুমিই তো last washroom use করেছিলে, tap বন্ধ করনি? যাক, আমি এই শীতে উঠতে পারব না, জল পড়ে পড়ুক।"

যদিও আকাশ এটা বলল, কিন্তু ওর যেন কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। তাই আলস্য ত্যাগ করে washroom-এ গেল tapটা বন্ধ করতে। washroom-এ গিয়ে দেখল-তাজ্জব ব্যাপার- tap থেকে তো এখন আর জল পড়ছে না। এ কী হল? তাও কলটা check করল- না কল তো বন্ধই আছে। Basin-এর কলটাও দেখে নিল- বন্ধই আছে।

একবার ঘুম ভেঙে গেলে, ঘুম আর আসতে চায় না। তাই আকাশ খাটে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতে থাকল।

কিছুক্ষণ পর আকাশ যেন খুব কাছেই অনেক মানুষের গলা শুনতে পেল- যেন ৩-৪জন ঝগড়া করছে আর এক মহিলা কণ্ঠের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। আকাশ একটু অবাক হল। এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় এত রাতে কে ঝগড়া করছে। এবার যেন কিছু কাঁচের জিনিস ভাঙ্গার আওয়াজ পেল। আকাশের বেশ ভয় লাগতে শুরু করেছে। এসব কী হচ্ছে এখানে? Caretaker বলেছিল ওরা ছাড়া পুরো lodgeএ মাত্র আর এক party boarder আছে। আর lodge-এর আশেপাশে কোনও বাড়ীও নেই যে, সেখানের আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছে।

আকাশ দেখল কাকলি ঘুমোচ্ছে তাই ওকে আর বিরক্ত করল না। কে কোথায় দূরে ঝগড়া করছে তা নিয়ে ওর মাথাব্যথা করে লাভ নেই।

কিছুক্ষণ পর, যখন আকাশের একটু তন্দ্রা এসেছে, তখন লিও হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে পড়ল, আর ভয়ে কাঁদতে থাকল। লিও তো এইরকম কখনো করে না। ওর কি শরীর খারাপ লাগছে? পেট ব্যাথা করছে? লিওকে জিজ্ঞেস করলে ও কিছু সদুত্তর দিল না, খালি বাবাকে জড়িয়ে ধরল- ওর মুখ দেখে বোঝা গেল লিও খুব ভয় পেয়েছে।

এত সবের মধ্যে কাকলিও জেগে গেছে। ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করছে। কাকলি গিয়ে ঘরের আলোগুলি জ্বালিয়ে দিল।

তারপর ওরা যা দেখল আর যা শুনল তাতে ওদের হাড় হীম হয়ে গেল।

ওরা দেখতে পেল ঘরের main দরজার ছিটকিনিটা নিজের থেকে খুট করে করে একবার বন্ধ হচ্ছে আর একবার খুলে যাচ্ছে। এরকম চলল প্রায় ৮-১০ বার- ৩/৪ মিনিট ধরে।

আকাশ আর কাকলি এবার বুঝল এই ঘরে পর পর যা ওরা দেখেছে,

শুনেছে বা অনুভব করেছে- perfume-এর সুগন্ধ, bathroom-এ কল থেকে জল পড়ার আওয়াজ, মহিলা কণ্ঠের কান্না, কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ, বা ছিটকিনির ওঠানামা- কোনওটাই মনের ভুল নয়। এই ঘরে নিশ্চই কিছু আছে।

আকাশ ঘড়ি দেখল। রাত দুটো । কী করবে বুঝতে পারছে না। বাবা মা কে ডাকবে, পাশের ঘরে যাবে?

অনেক ভেবে ওরা ঠিক করল, যত রাতই হোক ব্যাপারটা বাবা মা কে জানানো উচিত। আর যে কোনও কারণেই হোক লিও এই ঘরে থাকতে ভয় পাচ্ছে।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। ওরা তিনজনে পাশের ঘরে গিয়ে দরজা knock করলো । বাবা দরজা খুললেন - একটু অবাক হলেন, ভয়ও পেলেন- সব ঠিক আছে তো?

আকাশ কাকলিরা তাদের ভৌতিক অভিজ্ঞতা বাবা মা কে জানালো।

অজয়বাবু বললেন, "আমরা তো সেরকম কিছু feel করিনি। দিব্যি ঘুমোচ্ছিলাম। যাক, আমি বলি কি, তোরা সবাই এই ঘরে চলে আয়- ঠান্ডার দিন তো, manage হয়ে যাবে।"

আকাশ তাই করল। একটু কষ্ট হলেও ওরা পাঁচজনে একটা double bed-এ adjust করে শুয়ে পড়ল। যাক নিশ্চিন্ত, এবার যদি একটু শান্তিতে ঘুমানো যায়।

কিন্তু সে গুড়ে বালি। আকাশের আবার একটু তন্দ্রা এসেছে, এমন সময় কাকলি বলল, "একি blanketটা সরিয়ে নিলে কেন? শীত করছে যে।"

"আমি blanket সরাতে যাব কেন?" বলল আকাশ। উঠে দেখল, ঠিকই তো কাকলির blanketটা কে যেন টেনে পায়ের নিচে নিয়ে গেছে- তার আর একটা end মেঝেতে পড়ে রয়েছে।

সুচিত্রাদেবীও বললেন ওনারও মনে হচ্ছিল পায়ের দিক থেকে কে যেন blanketটা টানছে। যতবারই উনি blanketটা মাথার দিকে টানছেন, ততবারই যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তার blanketটা উল্টো দিকে টেনে নিচ্ছে,যেন tug of war খেলছে।

এইভাবে তো রাতে ঘুমনো সম্ভব নয়। কাল আবার sightseeing আছে। তাই ওরা ঠিক করল এবার ঘরের একটা বাতি জ্বালিয়ে রাখবে আর blanket গুলো এমন ভাবে জড়িয়ে শোবে যাতে কেউ আর টানতে না পারে।

এইভাবে রাতটা কেটে গেল। ঘুম কারোরই ঠিকমতো হল না। কিন্তু শেষ রাতে আর কোনও উপদ্রপ হয়নি।

ভোর ছটা নাগাদ হঠাৎ কাকলি ধাক্কা দিয়ে আকাশকে জাগালো। "কী হল", আকাশ জিজ্ঞেস করল। "ভোরের দিকে একটু ঘুম এসেছিল। একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলাম।" বলল কাকলি- মুখে যেন আতঙ্কের ছাপ।

"কী স্বপ্ন?" বলল আকাশ ।

"দেখলাম খুব সুন্দরী একটা মেয়ে- মাঝারি height, দুধে আলতা গায়ের রং, টিকোলো নাক, মায়াবী চোখ। আমার লাল georgette-এর শাড়ী আর কালো ফুলফুল

cardigan টা পরে আছে।

আমি বসে আছি এই Listeria lodge-এর dinning hall এ আর ও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে- fireplace এর পাশে। আমাকে মেয়েটি বলল, 'আমি দেবলীনা। এটা আমার বাড়ী। অভিষেক বলেছে সারা জীবন আমি এখানেই থাকব। শুধু আমি আর অভিষেক। তোমরা এখানে কেন এসেছো? যদি নিজেদের ভাল চাও কালই এখান থেকে চলে যাও।' "

আকাশ হো হো করে হেসে উঠল। সারারাতের ভৌতিক অভিজ্ঞতার পর এইরকম স্বপ্ন দেখাই স্বাভাবিক।

"যাক, এবার তৈরী হয়ে নিতে হবে। আজ অনেক জায়গায় যাওয়ার আছে।"- বললো আকাশ।

ভোরের আলো ফুটেছে যদিও চতুর্দিক ঘন কুয়াশায় ঢাকা। কিন্তু দিনের আলোর আলাদা মহিমা- মনে আলাদা confidence যোগায়। তাই এবার বাবা মা কে ready হতে বলে তলপি তলপা নিয়ে আকাশ, কাকলি আর লিও নিজেদের ঘরে ফিরে গেল। নিজেদের ঘরে ফিরে আকাশ আর কাকলির আর একবার চমকে ওঠার পালা।

কাকলীর লাল georgette শাড়ীটা আর কালো cardiganটা কে যেন suitcase থেকে বের করে খাটের উপর রেখে দিয়েছে। অথচ কাকলির স্পষ্ট মনে আছে ও তো এই দুটো dress suitcase থেকে বেরই করেনি।

৫

সারারাত এত কিছু ঘটার পর আকাশরা খুবই বিচলিত। Listeria lodgeএর অপূর্ব location আর সকালবেলার পাহাড়ের অসাধারণ সৌন্দর্য্য কিছুই যেন উপভোগ করতে পারছেনা। Caretaker বলরাম কে জিজ্ঞেস করেও ওরা কোনও সদুত্তর পেল না। রশিদের মতো বলরামও বলল যে সে মাত্র কয়েকমাস এখানে এসেছে; আর নির্জন পাহাড়ী জায়গায় অনেকেই অনেক কিছু বলে থাকে যার কোনও ভিত্তি নেই।

Breakfast table এ আকাশের আলাপ হল অন্য boarder , Mr. & Mrs. সত্যমূর্তির সঙ্গে। ওরা চেন্নাই থেকে এসেছে, দুজনেই IT professional - সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। লজ্জার মাথা খেয়ে আকাশ Mr. সত্যমূর্তিকে জিজ্ঞেস করল রাতে কোনও অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছে কিনা।

মি: সত্যমূর্তি বললেন, "we have not felt anything; actually we were very tired, but yes, around midnight, I heard some quarrelling voices along with a lady crying. May be these were from some nearby houses."

মিঃ সত্যমূর্তি আরও জানলেন যে এই property টা ওর দাদার বন্ধুর। বছর দুই হল কিনেছেন। যদিও lodge-টার একটা সাহেবী নাম আর lodge-টাতে একটা colonial flavour আছে, এটি তৈরি হয়েছিল সত্তরের দশকে; কিন্তু অনেকবার মালিকানা বদল হয়েছে।

আকাশদের plan ছিল দুইদিন এই শহরে থেকে দেহরাদুনের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। কিন্তু গত রাতের অভিজ্ঞতার পর ওরা ভাবল সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। তাই ঠিক করল– আর নয়,- আজকে sight seeing সেরে সোজা দেহরাদুন চলে যাবে– এই অভিশপ্ত Listeria lodge এ আর নয়।

একদিন আগেই check out করে চলে যাবে শুনে বলরাম আর রশিদ খুব হতাশ হল। তাদের আতিথেয়তার কি কোনো ত্রুটি হয়েছে?

"আপলোগ তো দো night–কে লিয়ে book কিয়ে থে। আপলোগ ঠহর যাইয়ে। মালিককো বোলকে আওর থোড়া discount দিলা দুঙ্গা। আওর আজ রাত garden মে barbeque arrange করুঙ্গা"– বলল রশিদ।

কিন্তু discount এর প্রলোভন বা barbeque-এর আকর্ষণ কোনটাই আকাশদের টলাতে পারল না। ওরা একেবারে check out করে, তলপি তলপা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। check out এর সময় রশিদ ভাবীজিকে একটা packet দিল– সেগুলি নাকি Listeria lodgeএর বাগানের আপেল। মানতে হবে এদের আতিথেয়তার জবাব নেই।

৬

তিনদিন পর আকাশরা flight–এ দেহরাদুন থেকে কলকাতা ফিরল। লিও জীবনে প্রথমবার plane-এ চড়ে খুব excited। খুব ভাল বেড়ানো হয়েছে ওদের, শুধু শেষের দিকটা ছাড়া। কাল থেকে আকাশের কাজে ফেরা, যদিও কাকলি আর লিওর এখনো কয়েকদিন ছুটি।

Handbag unpack করে কাকলি আপেলের packetটা বার করল। আকাশকে দিয়ে বলল, “নাও আপেলগুলো fridge-এ রেখে এস। আর ইচ্ছে করলে এখন একটা কেটে খাও।"

আপেলগুলো রশিদভাই একটা খবরের কাগজে মুড়ে দিয়েছিল। খবরের কাগজের মোড়কটা ফেলতে যাবে এমন সময় একটা news item-এ আকাশের চোখ আটকে গেল। তিন বছরের পুরনো একটা স্থানীয় ইংরাজী সংবাদপত্রের এই news-টা যেন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। Heading হল– Twin murder in a town lodge।

খবরটা আকাশ আগ্রহসহকারে পড়ল। খবরটার মর্মার্থ হল, এই যে ঠিক তিন বছর আগে অক্টোবর মাসের এক শীতের রাতে Listeria lodge-এর মালিক অভিষেক ঠাকুর আর তার actress girl friend দেবলীনা সাহা খুন হয়। ওদের রক্তাক্ত দেহ পাওয়া যায় ঐ cottage এরই ঘরে। সঙ্গে কিছু ভাঙ্গা মদের বোতল আর গ্লাসও পাওয়া গিয়েছে। অভিষেক ঠাকুরের স্ত্রী প্রিয়ম্বদা

সিং আর তার শ্যালক প্রিয়াংশু সিং এই খুনের মূল অভিযুক্ত, যদিও পুলিশ এখনো তাদের ধরতে পারেনি।

Lodge-এর চাকরের বয়ান অনুযায়ী মৃত্যুর দিন সন্ধ্যাবেলা থেকে victim আর suspect দের মধ্যে তুমুল বাদানুবাদ, এমনকি হাতাহাতিও হয়।

অভিষেক ঠাকুরের flamboyant lifestyle আর বাংলা সিরিয়ালের অভিনেত্রী দেবলীনা সাহার সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের জেরেই এই জোড়া খুন বলে পুলিশের সন্দেহ।

এই উপন্যাসের সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতলীয় ও অনিচ্ছাকৃত।

সহায়তায় মোহর বসাক